ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1724-1731
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.394

এখনো যারা (ব্রাত্যজন) নাগরিকত্ব সংকটে: প্রসঙ্গ ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল

বিমল সরকার, *গবেষক, স্কুল অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The India–Bangladesh enclave issue is a long-standing geographical and humanitarian crisis in South Asia, where populations living in isolated, landlocked territories remained outside the framework of citizenship, basic rights, and state services for many years. The exchange and integration of enclaves were completed through the 2015 Land Boundary Agreement between India and Bangladesh, marking a significant step toward resolving this prolonged issue.

However, in the post-agreement reality, many residents still face challenges in obtaining citizenship, securing legal recognition of land ownership, acquiring identity documents, and achieving full socio-economic inclusion. These ongoing difficulties highlight the complexity of transitioning from statelessness to formal citizenship and integration.

This study examines the changes following the agreement and the current challenges of the citizenship crisis. It also identifies policy limitations and gaps in implementation, emphasising the need for sustainable, inclusive, and effective solutions to ensure the rights and integration of enclave residents. This research also underscores the need for human-centred solutions to ensure the complete integration and protection of the rights of enclave residents.

Keywords: Enclaves, citizenship crisis, India–Bangladesh border, Land Boundary Agreement 2015, state identity, human-centred, sustainable, social inclusion, integration.

প্রাক-কথন:

সমাজে প্রত্যেক মানুষের তার নিজস্ব এক পরিচিতি আছে, মানুষ যেহেতু সমাজে বসবাস করে এবং সমাজের একটি অংশ হিসেবে তার কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে সে তার সমাজে এক নিজস্ব পরিচিতি তৈরি করে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি। এই পরিচিতি গুলোর মধ্যেও বর্তমানে যে কোন দেশে বসবাসের জন্য তার জাতীয় পরিচয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জাতি-ধর্ম ,বর্ণ পেশা ইত্যাদি সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে একজন মানুষের দেশের নাগরিকত্ব হচ্ছে তার আসল পরিচিতি। কারণ এই নাগরিকত্ব দিয়ে একজন মানুষ সেই দেশের সমস্ত রকমের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে এবং ঠিক একইভাবে নাগরিকত্বহীন মানুষকে তার সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। তাই বর্তমানে বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষের নাগরিকত্ব বা

ন্যাশনাল আইডেন্টিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একজন মানুষের কোন দেশের নাগরিকত্ব না থাকলে কি কি বঞ্চনা অত্যাচার এবং দৈনন্দিন জীবনে যে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয় তা গল্প আকারে তুলে ধরা হবে। ছিটমহল এবং এর পাশাপাশি ২০১৫ সালের পর নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত মানুষগুলো নাগরিকত্ব পাওয়ার পরে জাতীয় পরিচিতি সমস্যা সমাধান হলেও নাতুন করে তারা আবার কোন সামাজিক পরিচিতি সংকটের মুখোমুখি হয় কিনা তা নিয়ে আলোচনা করা হবে। ভারত ও বাংলাদেশ ছিটমহলে বসবাসকারী মানুষের নাগরিকত্ব না থাকার কারণে তারা দীর্ঘ ৬৮ বছর কি কি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে এবং বর্তমানেও তাদের যে সামাজিক পরিচিতি সংকটের সম্মুখীন হতে হয় তার একটি পর্যালোচনা এই নিবিন্ধে তুলে ধরা হবে।

এখনো যারা নাগরিকত্ব বা পরিচিতি সংকটে:

ছিটমহল বিনিময়ের ফলে ছিটমহলের মানুষ অবশেষে নাগরিকত্ব পেল। কিন্তু বিগত ৬৮ বছরে নাগরিকত্ব হীনতা ও কর্মহীনতা ছিটমহলের বিভিন্ন মানুষ যখন ছিটমহল ছেড়ে বিভিন্ন শহর বন্দরে পেটের দায়ে কাজ করতে গেছে তারা সেই নাগরিকত্বের সুযোগ আর পেলেন না। সেই সমস্ত পরিবারের কথা কেউ ভাবেনি এমনকি তাদের পরিসংখ্যানের হিসাবপত্রও নথিভুক্ত নেই। এতদিন তাও ছিটমহলে বসবাসকারী মানুষ বিদেশে কাজে গেলে তাদের একটা পরিচিতি ছিল যে তারা ছিটের মানুষ। কিন্তু ছিটমহল বিলুপ্ত হওয়ার ফলে সেই ঠিকানাও তাদের জন্য আর অবশিষ্ট রইল না। তারা এখন ভারত বা বাংলাদেশের নাগরিক নন বা ছিটমহলের মানুষও নন তাদেরকে এক কথায় বলা হয় **'নেই মানুষ'**। বাংলাদেশে এরকম মানুষের কোন সন্ধান পাওয়া না গেলেও ভারতে ছিটমহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মানুষ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছে বলে জানা যায়। তবে তাদের ভাষা বাংলা হওয়ার কারণেই সহজেই তাদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। তাদেরকে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করে বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার চালানো হয়। ছিটমহলের জন্ম থেকে শুরু করে দেশভাগের আগে পর্যন্ত ছিটমহলের মানুষের তেমন কোন জটিলতা বা সংকট ছিল না। কিন্তু ভারত পাকিস্তান সীমানা নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় তাদের জন্য নতুন করে পরিচয় সংকট সৃষ্টি করা হয়। তাদের পিতৃ পুরুষের বসতবাড়ির উপর অন্যায় ভাবে অন্য রাষ্ট্রের মালিকানা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে তারা হয়ে ওঠে নিজ ভুমে পরবাসী। আর ঠিক এভাবেই তারা অধঃপতিত হয়ে 'নাগরিকত্বহীন' 'রাষ্ট্রহীন' মানুষে।

ছিটমহলে থেকেও যারা নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন:

ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় লক্ষ্যে ২০১১ সালে যখন জনগণনা হয়েছিল তখন যারা তালিকাভুক্ত হয়েছিল, যাদের নাম সমীক্ষায় নথিভুক্ত করা হয়েছিল কেবলমাত্র তাদের ২০১৫ সালে চূড়ান্ত তালিকায় নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। বিভিন্ন কারণে যারা ২০১১ সালে জনগণনা নাম তুলতে পারেনি তারা নাগরিকত্বহীন হয়ে পড়ে। তবে ২০১১ সালের জনগণনা থেকে বাদ পড়া মানুষের মধ্যে অনেকেই নাগরিকত্ব পেয়েছে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়। এ বিষয়ে উদাহরণ হিসেবে একটি পরিবারকে উপস্থাপন করা যায় যেমন বাংলাদেশের সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়া বিলুপ্ত ছিটমহল দশিয়ার ছড়ার বাসিন্দার মোঃ নবীন উদ্দিনসহ তার পরিবারের মোট আটজন ২০১১ সালে জনগণনা থেকে বাদ পড়েন। এ বিষয়ে পত্রপত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আছে। অবশ্য বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসন তাদের বাড়ির হোল্ডিং নম্বর বসিয়ে দিয়েছে। তাই তাদের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগও দেওয়া হয়েছে ভোটার তালিকায় নাম উঠেছে তবু জাতীয়

পরিচয়পত্র না থাকায় বা না পাওয়া পর্যন্ত তাদের দুশ্চিন্তার যেন শেষ নেই।[১] তবে বাংলাদেশে যেহেতু ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী সংক্রান্ত কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নেই তাই কোন বাক্তির অন্তত পুলিশি হয়রানির হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু ভারতের ছিটমহলে যারা এখনো নাগরিকত্ব পায়নি তাদের কি হবে এই প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই যায়।

ভারতের বিলুপ্ত বাংলাদেশের ছিটমহল দক্ষিণ মশালডাঙ্গায় দশটি পরিবারের প্রায় ৫০ জন মানুষ এখনো ভারতের নাগরিকত্ব পায়নি। ২০১১ সালের জনগণনায় তাদের নাম লিপিবদ্ধ না হওয়ার কারণেই তারা এই সংকটের মুখোমুখি। ছিটমহল বিনিময়ের পর তাদের বিপদ যেন আরো বেড়ে গেছে কারণ এখন তো তাদের ছিটমহল নেই যে তারা ছিটমহলে মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে পারবে বরং এখন তারা দেশহীন নাগরিকত্বহীন ছিটমহল হীন 'নেই মানুষ' হিসাবে পরিচিত।[২] পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের কাছে এ বিষয়ে বিভিন্ন দপ্তরে অনেক আবেদন নিবেদন করেও এদের কোন লাভ হয়নি। প্রশাসনে তরফ থেকে জানানো হয়েছে ২০১১ সালের জনগণনা সময় এদের নাম বাদ পড়ার কারণেই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নজরেও রয়েছে অথচ ২০১৫ সালে যখন পুনগণনা হয়েছিল তখন এই সমস্ত মানুষ যারা ২০১১ সালে জনগণনা থেকে বাদ পড়েছিল তাদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য আরজি জানানো হয়েছিল। কিন্তু ২০১১ সালের তালিকায় নাম না থাকার কারণে প্রশাসন জেনেশুনেই এই মানুষগুলোকে চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেনি।[৩]

ভারতের সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়া দক্ষিণ মশালডাঙ্গায় ছিটমহলে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়া তালেব আলী সাক্ষাৎকারে বলেন,

> ২০১১ সালে জনগননা হল আমার পরিবারের ছয় জন লোক সমস্ত লিখে দিলাম। ২০১৫ সালে পুনরায় জনগননা করার জন্য যখন লোক এলো তখন তাদের কাছে থাকা ২০১১ সালের তালিকায় দেখলাম আমাদের নাম নেই। সকল ছিটমহলের মানুষের নামের তালিকায় খোঁজাখুঁজি করে দেখলাম আমার ঘর সহ পরপর দশটি ঘরের কোন নাম ওই তালিকায় নেই। সামনে আছে পিছে আছে মাঝখানে থেকে আমাদের দশ ঘরের নাম নেই। এই দক্ষিণ মশালডাঙ্গার মাঝখানের দশটি বাড়ির মানুষের নাম কেমনে বাদ পড়ে তা এখনো বুঝে উঠতে পারলাম না। আমার পূর্বপুরুষ থেকেই এই ছিটমহলে স্থায়ী ভাবে বসবাস করছি। এত বছর পর এত আন্দোলন সংগ্রাম করার পর সবাই যখন নাগরিকত্ব পাইল তখন আমরা বাদ পরলাম। নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত ডি এম এসডিও সহ অনেকের কাছে গেলাম। দু জায়গায় দরখাস্ত করা হইল বাদ পড়া ১০ ঘরের নাম দেওয়া হইলো, খালি কইল হবে হবে, আজ পর্যন্ত হইল না। আজ পর্যন্ত আমার আধার কার্ড হলো না ভোটার কার্ড হইল না, কিছুই হলো না আমার।[৪]

ছাবুর আলীর নাগরিকত্ব হারানোর কথা;

ভারতের সদ্য বিলুপ্ত বাংলাদেশি ছিটমহল মশালডাঙ্গার বাসিন্দার ছাবুর আলী ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট এর সকালটা এখনো তার স্মৃতিতে ভাসে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আনন্দে তিনি ভারতের তেরঙ্গা পতাকা নিয়ে দিনভর

---

[১] গোলাম রব্বানী, মোহাম্মদ, বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল, অবরুদ্ধ ৬৮ বছর প্রথমা , প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০২, পৃষ্ঠা ১৩০

[২] আনন্দবাজার পত্রিকা ২৪ শে জুলাই ২০১৫ থেকে (সংগৃহীত ও সংক্ষেপিত)।

[৩] রব্বানী Op,cit ,p.130

[৪] পশ্চিমবঙ্গের একটি অস্থায়ী ছিট মহল শিবিরের এক বাসিন্দার এই বয়ান দিয়েছে,(সাক্ষাৎকার মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী) ২০১৬ সালের ১৪ নভেম্বর ,

বেরিয়েছিলেন। কিন্তু তার বাপ জানের ভিটের উপর কখন যে ছিটমহলের তকমা লাগু হয়ে গিয়েছিল তা বুঝতেই পারেননি সেই সময়কার কিশোর ছাবুর আলী। দেশ স্বাধীন হওয়ার আনন্দ অবশ্য কয়েক দিনের মধ্যেই কেড়ে নিয়েছিল দেশভাগের বিষাদ আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বর্বরতা। সাবুর আলী বলেন, আমাদের মশালডাঙ্গা নতুন পরিচয় হইলো ছিটমহল। আর আমরা রাতারাতি হইলাম এক 'না' দেশের মানুষ। এক নিঝুম দুপুরে মশালডাঙ্গা গ্রামের পুলিশ এসে ঘোষণা করেছিল তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব হারানোর কথা। তারপর থেকে সারা জীবন প্রিয় পিতৃ-ভিটে আঁকড়ে থেকে সেই হারানো নাগরিক পরিচয় খুজেছেন ছাবুর আলী। অবশেষে ৬৮ বছর পর ছাবুর আলি পেল নাগরিকত্বের স্বাদ। জীবনের প্রায় শেষ মুহূর্তে এসে ছাবুর আলী ভারতে নাগরিকত্ব অর্জন করল। কিন্তু সাথে নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়া গেলেও ফিরে পাওয়া যাবে কি তার জীবনের থেকে হারিয়ে যাওয়া সেই দুরন্ত কৈশোর সেই যৌবন? এর উত্তরে কিন্তু একটাই কথা বলা যায় যে না মিলবে না সেই হারিয়ে যাওয়া জীবনের সময় গুলো। তবুও হয়তো ছাবুর আলী সব কিছু ভুলে যাবেন নাগরিকত্ব পাওয়ার আনন্দেই জীবনের অল্প সময় কাটানোর জন্য। কিন্তু যারা এখনো নাগরিকত্ব পেলেন না তাদের কি হবে?[৫]

বাড়ি ছিটমহলে, কিন্তু দেশ কোথায় জানেন না দিল্লিবাসী তসলিমরা:

তসলিম শেখ, পেশায় রিকশাচালক, বাড়ি দিল্লি এক্সটেনশনের বস্তিতে। ৩০ বছর আগে কোচবিহারের ছিটমহল ছেড়ে পেটের ধান্দায় চলে এসেছিলেন দিল্লি। তারপর থেকেই দিল্লিতেই আছেন বিয়ে করেছেন। উভয় দেশের ছিট মহলের বাসিন্দারা কে কোন দেশে যাবেন তা জানতে যখন যৌথ সমীক্ষা হয়েছিল তখন রুজি রোজগার ছেড়ে নিজের ইচ্ছার কথা জানাতে পারেননি তিনি। ছিটমহল বিনিময়ের পর তার জন্মভিটা এখন বাংলাদেশের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়েছে। তিনি চাইলেও আর ভবিষ্যতে ফিরে যেতে পারবেন না সেখানে। তসলিমের মত আরো অনেকে আছেন যারা সেই জনগণনার খবরটুকুও পাননি। জনগণনার সব কার্যপ্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে তারা হয়তো শুনেছে। তাই তাদের পরিচয় ঠিক কি কোন দেশের বাসিন্দার তারা এটা ভেবে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছেন দিল্লির বস্তিবাসী তসলিম, রিয়াজ ও মোহাম্মদ আজ়গররা। ভারত না বাংলাদেশ কোন দেশের নাগরিক এ নিয়ে সংশয়ের মধ্যে এখন তারা দিল্লির সেই পরিচয়কেই আকড়ে ধরতে চাইছে। দীর্ঘদিন দিল্লিতে থাকার ফলে আধার কার্ড ভোটার কার্ড ও তারা বানিয়ে নিয়েছে অনেকেই আর এটাই তাদের একমাত্র ভরসা। তবে তাতে অবশ্য পুলিশের জুলুম কমেনি মাঝেমধ্যেই দিল্লি পুলিশ হানা দেয় সেই বস্তিতে এবং তাদের উপর অত্যাচার চালায় রাতের অন্ধকারে। ওই বস্তির আরেক বাসিন্দার নিয়াজ বলেন, আমাদের আধার কার্ড আছে এমন কি যে বাচ্চারা এখানে জন্মেছে তাদের জন্ম সনদ রয়েছে। তবু পুলিশ আমাদের বাংলাদেশি বলে ভাষাগত কারণে অনুপ্রবেশকারীর তকমা দিয়ে অত্যাচার করে হুমকি দেয়। স্থানীয় পরিচয়পত্র দেখানো সত্ত্বেও বাঙালি হওয়ার কারণে বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন পরিচয় পত্র দেখানোর জন্য বলা হয়। এই উপরিক্ত ঘটনাগুলি থেকে একথা বলা যায় যে নাগরিকত্ব ও পরিচিতি দুটোই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাদের কাছে। এই গুরুত্বপূর্ণ পরিচিতি যখন কোন মানুষের না থাকে তখন তাঁকে যে কি সংকটের মুখোমুখি হতে হয় তার বাস্তব চিত্র আমরা এই ঘটনা বিশ্লেষণ করলে অনুভব করতে পারি।[৬]

---

[৫] গোলাম রব্বানী, মোহাম্মদ, বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল, অবরুদ্ধ ৬৮ বছর প্রথমা , প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা,১২৭

[৬] ৬ই আগস্ট ২০১৫ আনন্দবাজার পত্রিকা।

বেকারত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই ছিটমহলের কিছু মানুষ ছিটমহল ছেড়ে অন্যত্র কাজের সন্ধানে পাড়ি দেয় আর যার দরুন আজ তাদের এই করুণ পরিণতি। তাই এই সব বিষয় নিয়ে তাদের কোন অভাব অভিযোগ নেই। এই সহায় সম্বলহীন মানুষ গুলো হয়তো কেউ কোন এক সময় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী হিসেবে পুলিশের হাতে ধরা পড়বে এবং যাবজ্জীবন কারাবাস কাটবে আবার কেউ হয়তো পুস-ইন হয়ে বাংলাদেশে ফিরে যাবেন। আবার কেউ কেউ হয়তো পুলিশের তাড়া খেয়ে এক শহর থেকে আরেক শহর ভেসে বেড়াবে। যতদিন তাদের শরীরে শক্তি আছে ততদিন কোন না কোন কাজে যুক্ত হয়ে খাবারটুকু জোগাড় করতে পারবে। হয়তো এভাবে একদিন তাদের জীবনের অবসান ঘটবে কেউ তাদের খবর রাখবে না। এভাবেই নাগরিকত্বহীন বা পরিচিতি সংকটের সম্মুখীন হয়ে অনেক পরিবার নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

উপরে বর্ণিত সংবাদপত্রের তথ্যগুলি থেকে বুঝতে পারা যায় পরিচিতি বা নাগরিকত্ব নিয়ে যে সংকট তার শিকরে অনেক গভীরে, এর মধ্যে মেখলিগঞ্জ ভোট বাড়ি অস্থায়ী ক্যাম্পে একটি সমীক্ষা থেকে তাদের পরিচিতি সংকটের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভোট বাড়ি অস্থায়ী ক্যাম্পে যখন জানতে চাওয়া হয় প্রতিবেশীরা তাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করে বিশেষ করে ক্যাম্পে বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে স্কুলে বা অন্যত্র প্রতিবেশীরা বা ছাত্র-ছাত্রীরা বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করে কিনা বা খেলাধুলায় তারা অংশ নেয় কিনা। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে বাংলাদেশে ছিট বাঁশ কাটা থেকে আগত চ্যাংড়াবান্ধা হাই স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র ধনঞ্জয় বর্মন বয়স ১৬ জানায়, না স্কুলে বা খেলার সময় কেমন কেউ কিছু বলেনা। তবে মাঝে মাঝে কয় তোরা তো বাংলাদেশী আগত ছিটত ছিলি। [7]একই স্কুলের নবম শ্রেণির আর এক ছাত্র শুভ বর্মন (বয়স ১৫ বৎসর) বলে অপমান করে না কিন্তু হিংসা করে আমরা বাংলাদেশি জন্য হিংসা করে। মেখলিগঞ্জ অবস্থিত ছিটমহল।[৮] আরেকজন বয়স ত্রিশের ভদ্রমহিলা যার সন্তান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র তিনি জানালেন স্কুলে বাচ্চাদের মারামারি লাগলে এটেকার মানশিলা কয় বাংলাদেশের ছাওয়া বাংলাদেশত পাঠে দেমো যেটে কার ছাওয়া সেটে চলি যাইবেন।[৯] গল্প কথকের ভাবনায় কথাকার যখন বলেন ছেলেটি টোটো চালক চরিত্রটি মুখে যেন প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ দেখতে পেলাম। তখন এই জাতীয় মনোভাবের নিমৃত কারণ রূপে কেউ কেউ ঘটি ও বাঙ্গাল তান্ত্রিক সম্পর্কের দিকটিকে ইঙ্গিত করতেই পারেন।[১০] কিন্তু মনে রাখতে হবে কলকাতা কিংবা দক্ষিণবঙ্গের সাপেক্ষে এই অঞ্চলের মানুষের অনুভূতি বিচার করা ভুল হবে। দেশভাগ এবং তার পরবর্তীকালে নানা সময় ধরে বাংলাদেশ থেকে আগত অসংখ্য মানুষ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করে চলেছে। স্থানীয় বা দেশীও মানুষদের (ভূমিপুত্র রাজবংশী ও নস্যশেখ মুসলিম) কাছে যারা ভাটিয়া নামের পরিচিত। এই ভাটিয়া বনাম দেশীয় আপাত তান্ত্রিক সম্পর্ক থাকলেও দীর্ঘদিনের সহাবস্থানের ফলে মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে এমন কি বৈবাহিক সম্পর্কে ও বাধা থাকছে না। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষ দেখা গেছে এই ভাটিয়া বা বাঙ্গাল ,বাংলা থেকে আগত অনেক মানুষেরাও এই নবাগতদের সম্পর্কে সমানুভাব পোষণ করেন। আবার পাশাপাশি এও মনে রাখতে হবে আগত ছিটবাসি যারা ক্যাম্পে বসবাস করেন এবং সাবেক ছিটমহলে অধিকাংশ

---

[7] মেখলিগঞ্জে অবস্থিত ছিটমহল অস্থায়ী শিবিরে বসবাসকারী ধনঞ্জয় বর্মনের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত, ১৭ ই নভেম্বর ২০১৭। (সাক্ষাৎকার লতিফ হোসেন)।

[8] মেখলিগঞ্জে অবস্থিত ছিটমহল অস্থায়ী শিবিরে বসবাসকারী শুভ বর্মনের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত, ১৭ ই নভেম্বর ২০১৭। (সাক্ষাৎকার লতিফ হোসেন)

[9] মেখলিগঞ্জে অবস্থিত ছিটমহল অস্থায়ী শিবের ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ক্ষেত্র সমীক্ষার তারিখ ১৭ই নাম্বার ২০১৭।

[10] বিশ্বাস, রাজর্ষি,(সম্পাদিত)ছিটমহলের নতুন গল্প ,গাংচিল , কলকাত, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৮,পৃষ্ঠা ২৬১।

মানুষই নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এর দিক থেকে রাজবংশী এবং নস্যশেখ মুসলিম। তাই এক্ষেত্রে জাত্যাভিমানের প্রশ্ন ধোপে টেকে না। যদিও কোচবিহার, জলপাইগুড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী অনেক রাজবংশীরাই ওপার বাংলা থেকে আগত রাজবংশী, রংপুরিয়া রাজবংশী নামে অভিহিত করে থাকেন। তবে এর কারণ হিসেবে কৃষি নির্ভর এক প্রান্তিক অঞ্চলের কর্মহীনতা বেকারত্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দায়ী করা যায়। একের পর এক চা বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্পে মন্দা কারখানা নির্মাণের প্রতিকূল পরিবেশ প্রভৃতির কারণে প্রতি বছর শত শত মানুষ নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে সপরিবারে দিল্লি মুম্বাই সহ বিভিন্ন মহানগরীতে পাড়ি দিচ্ছেন কাজেই জীবন জীবিকার প্রশ্নেও নব্য ভারতীয়দের অতিরিক্ত চাপ স্থানীয়দের শুধু আশঙ্কার কারণেই হয়ে উঠছে না বরং ভিন রাজ্যে গিয়ে তারা পরিচিতি সংকটের বা বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য নানা প্রতিকূল ব্যবহারের সম্মুখী হচ্ছে।

ছিটমহলের বর্তমান হালহকিকত:

ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত সমস্যার একটি সমার্থক সমস্যা হল ছিটমহল সমস্যা। ৩১ শে জুলাই ২০১৫ সালে মধ্যরাতে ছিটমহল চুক্তি কার্যকর হলে সারা বিশ্বে আলোড়ন পরে যায়। দেশ বিদেশ থেকে নানা সংবাদ মাধ্যম ছুটে আসে এই সংবাদ পরিবেশন করার জন্য। বিশ্বের নামিদামি সংবাদপত্রে ফলাউ করে এই খবর পরিবেশন করা হয়। এক অতি জটিল আন্তর্জাতিক সীমান্ত সমস্যার সমাধানের পর ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় অ্যাডাম টেলার অদ্ভুত সীমান্তবিরোধ মিটলো শীর্ষক এক প্রতিবেদনে লেখেন, "উৎসুক মানচিত্রকর ও রাজনৈতিক বিদঘুটে অবস্থার কারণে পীড়িতদের জন্য এটা একটা যুগের অবসান।"[১১] বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে এসব ছিটমহল বিনিময়ের অর্থ হল বিশ্বে এখন থেকে অত্যন্ত বিদঘুটে সীমান্তের অস্তিত্ব যেমন থাকবে না তেমনি বিশ্বে আর তৃতীয় অর্ডারের ছিটমহলও থাকবে না। তৃতীয় অর্ডারের ছিটমহল হল, যে ছিটমহল অন্য দেশের ছিটমহল দ্বারা বিস্তৃত থাকে আবার সেটি বিস্তৃত থাকে আরেক দেশের ছিটমহল দ্বারা এরপর সেটি আবার অন্য দেশের ভূখণ্ড দ্বারা বেষ্টিত। এ ধরনের পরিস্থিতি কি সাধারন ভাবে চিন্তা করা যায়! বসবাসের ভূমি রয়েছে অথচ বসবাসকারীদের স্বাধীনভাবে চলাচল বা ভুখন্ড থেকে আরেক ভূখন্ডে যাওয়ার অধিকার নেই। এ সমস্যার সমাধানের কোন সম্ভাবনা ছিল না। এখানে আমরা দহলা খাগড়াবাড়ি তৃতীয় অর্ডারের ছিটমহল কে বোঝার জন্য উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি। এটা ভারতের অংশ ছিল, এটি বেষ্টিত ছিল বাংলাদেশের ছিটমহল দ্বারা, সেটি আবার ভারতের ছিটমহল বেষ্টিত ছিল, আবার পুনরায় এটি বেষ্টিত ছিল বাংলাদেশের ভূখণ্ড ধারা। বিষয়টি নিম্নে মানচিত্র দ্বারা দেখানো হল।

[১১]TaylorAdam (say goodbye to the weirdest border dispute in the world) ,The Washington Post, 1 August 5015.Availablefrom https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/08/0 1/say-goodbye-to-the-weirdest-border-dispute-in-the world/?utm_term=.13ed9223e711.

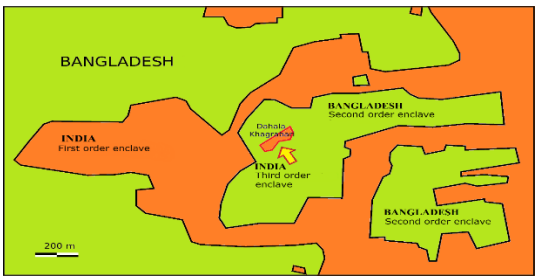

মানচিত্র; ৩, ভারত ও বাংলাদেশের দহলা খাগড়াবাড়ির তৃতীয় অর্ডারের ছিটমহল। source, https://en.wikipedia.org/wiki/Dahala_Khagrabari

এ ধরনের ছিটমহলের অস্তিত্ব বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এই জায়গা ছাড়া দুনিয়ার আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।[১২] এই বিষয়টি থেকে এটাই স্পষ্ট যে ছিটমহলের সমস্যা কতটা গভীর এবং কাউন্টার কাউন্টার ছিট বা তৃতীয় অর্ডারের ছিটমহল কে কেন্দ্রা করে মানুষের জীবনযাপন পরিচিতি সংকটকে কেন্দ্র করে কতটা প্রতিকূল হয়ে উঠেছিল। যেমন ভারতীয় ছিট মহল দহলা খাগড়া বাড়ির সমস্যার বিষয়ে বাংলাদেশর সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এখানকার কিছু নাগরিক মনে করেছেন তাদের জরিপ থেকে বাদ রাখা হয় এবং তাদের উদ্বেগ এই কারণে যে তারা হয়তো তাদের নাগরিকত্ব বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবে না এবং তাদের ভূমি সত্যত্য বজায় রাখতে পারবেন না। তাই খাগড়াবাড়ির কিছু পরিবার বিভক্ত হয়ে পড়েছে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব বেছে নেওয়ার কারণে। কলাকৌশলগত খুঁটিনাটি বিবেচনায় বিশ্বের অন্যতম অত্যন্ত বিস্ময়কর সীমান্তবিরোধ সমাধান হয়ে গেল। তবে বাস্তব পরিস্থিতি অনেক জটিল।[১৩] ছিটমহল বিনিময় সম্পূর্ণ হলেও কিছুতেই যেন তাদের সমস্যা পিছু ছাড়ছে না নতুন করে শুরু হয় এক আতঙ্ক ও ভয়ের পরিবেশ।

দীর্ঘ ৫৮ বছরের পরিচয় হীনতা অসহায়তা স্তব্ধতা দীর্ঘশ্বাস নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি তথাকথিত সভ্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত দিন যাপনের পর ২০১৫ তে এসে ছিটমহলবাসীরা অনেক আশায় বুক বেঁধেছিলেন। তাদের কাছে ছিটমহল বিনিময়ে সম্পূর্ণ হওয়াটা ছিল এক ধরনের দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিবস। ২০১৫ সালের ৩১ শে জুলাই মধ্যরাতে ছিটমহল বিনিময় কার্যকর হলে অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিটমহল গুলি জেনারেটর ও মশালের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল। দেশভাগের প্রায় ৭ দশকের পর ছিটমহলবাসী বন্দীদশা থেকে মুক্তির আনন্দ সীমান্তের এপার ওপার জাতীয় পতাকার আলোয় আলোকিত হয়েছিল। দশকের পর দশক ধরে স্তব্ধতায় ঢুকে থাকা এই হতদরিদ্র মানুষগুলি দিন পাল্টানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। কিন্তু অচিরেই ফানুসের মতো উড়ে যায় সদ্য নাগরিকত্ব পাওয়া ছিটমহলের মানুষের স্বপ্ন। এদিকে তিন মাস পরেই সীমান্তের ওপার থেকে অপশন দিয়ে প্রায় হাজার মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে সপরিবারে চলে আসেন এপারে। তাদেরও চোখে ছিল হাজারো স্বপ্ন সেই স্বপ্ন নিয়ে তারা ভারতের সদ্য গড়ে ওঠা ক্যাম্পে হাজির হয়। আবারো ফিরে আসে তাদের জীবনে ৪৭ ও ৭১ এ শরণার্থীদের ক্যাম্প জীবনের স্মৃতি।[১৪] পার্থক্য হল-এই ক্যাম্পের আশ্রিতরা হলেন ভারতীয় এবং এরাও দীর্ঘ অনুন্নয়ন এর শিকার। প্রায় ৭ দশকের অনুন্নয়ন কোন জাদু দণ্ড দিয়ে এক মুহূর্তে পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না কিন্তু এই ছিটমহলবাসীদের প্রত্যাশা ছিল উর্ধ্বমুখী যা অচিরেই স্বাধীনতার মত স্বপ্নভঙ্গের

[১২] অ্যাডাম টেলরের উল্লেখিত প্রতিবেদন, ভাষান্তর সুভাষ সাহ, 'সমকাল' বাংলাদেশ, ৪আগস্ট ,২০১৫

[১৩] বিশ্বাস, Op.cit.p.208

[১৪] বিশ্বাস, রাজর্ষি , দেশভাগে বঙ্গ সিমান্ত, গাংচিল, জানুয়ারী ২০২৩, পৃষ্ঠা ২৩৯

পুনরাবৃত্তি হয়। বাংলাদেশের অন্তর্গত পাঠগ্রাম, হাতীবান্ধা কালিয়াগঞ্জ, লালমনিরহাট ও ফুলবাড়ির যে ৫১ টি ছিটমহল ভারতভুক্ত হয় বিনিময়ের পর সেগুলির উন্নয়নের কর্মধারা চলতে থাকে। কিন্তু এই উন্নয়নের পাশাপাশি প্রবেশ করেছে রাজনীতির এক অশনি সংকেতের পঙ্কিলতাও। স্থলসীমা চুক্তির আগে নিজেদের পরিচিতি সংকট থেকে বাঁচার জন্য তারা সকলেই একত্রিত হয়ে জীবন যাপন করতো ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কখনোই মাথা চারা দিয়ে ওঠেনি। কিন্তু বর্তমানে ছিটমহলগুলিতে রাজনীতির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সমগ্র ছিট মহলবাসীদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সংকীর্ণতা গ্রাস করে চলেছে। এই হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার ফায়দা নিচ্ছে কিছু সুবিধাভোগী রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা। যার ফলে ছিটমহলগুলিতে বর্তমানে ধর্মীয় পরিচিতি সংকটের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে।[১৫] অবশেষে একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে যে ছিট মহলবাসীরা কি কোনদিন পরিচিতি সংকট থেকে থেকে মুক্তি পাবে না?

[১৫] Ibid.p.240